দৈনিক
ইত্তেফাক

15 DEC 2005

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার হওয়া প্রয়োজন

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাহীন সমস্যা জর্জরিত। সেই সমস্যার পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সংস্কারের নামে ৫০ বছর পূর্বে বাতিলকৃত ও পরিত্যক্ত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। সরকার একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার সিদ্ধান্তটি ২০০৭ সাল পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার এই পশ্চাৎমুখী পরিবর্তন মন্ত্রী মহোদয় কি করে ভাবলেন সেটাই প্রশ্ন। 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ' এবং 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' অথচ আমাদের দেশের শিশু শিক্ষার যে বেহাল অবস্থা দেখা যায় তাতে উক্ত দুটি বাক্যেই ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। ইদানিং শিশু শিক্ষা নিয়ে জমজমাট ব্যবসা শুরু হয়েছে। শিশুদের শিক্ষার নামে নানা চটকদার নামসর্বস্ব ও নানা আকার প্রকারের শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজকাল যত্রতত্র দেখা যাচ্ছে। চটকদার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, মডেল স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, ল্যাবরেটরী স্কুল, নার্সারী, প্লে-গ্রুপ ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত আরো নানা প্রকারের স্কুল দেশে চালু আছে। প্রতিটি স্কুলের পাঠ্যসূচি এবং পাঠদান পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। এ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্ব স্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও রুচির উপর শিশু শিক্ষা পাঠ্যসূচি তৈরি করছে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে পাঠদান করছে। কোন কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষকদের বাংলায় কথা বলা নিষেধ। এটা শিশুর, মন মানসিকতা ও মস্তিষ্কের উপর নির্যাতন ছাড়া আর কি হতে পারে? ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুদের পাঠ্যসূচি কঠিন এবং দীর্ঘ করা হচ্ছে-শিশুদের মস্তিষ্কের শক্তি বিবেচনা না করেই। বই-পুস্তকের ভারে শিশু ন্যুজ হয়ে হাঁটছে। ফলে কোমলমতি শিশুরা আজ দিশেহারা। শিশুরা সুন্দর সঠিক মন মানসিকতা সহকারে বেড়ে উঠতে পারছে না। শিশু শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অনিয়ম, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও দুর্নীতি দেখা যায় তাতে কিভাবে একটি সুন্দর, বলিষ্ঠ জাতি গঠিত হতে পারে? আমাদের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অভিভাবকরা ভাবেন এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে তাদের সন্তানরা বিশাল পণ্ডিত হয়ে বের হচ্ছে। এভাবেই আমাদের শিশুদের মস্তিষ্কের উপর চলছে নির্যাতন। এর ফলে শিশুরা শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী, আতংকগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। শিশুদের শিক্ষায় যদি এত বিশৃংখলা, নৈরাজ্য থাকে তাহলে কিভাবে শিশুরা সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে? প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার না করার ফলে জাতি গঠন বিঘ্নিত হচ্ছে বিধায় জরুরীভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সবচেয়ে বেশী বিশৃংখল ও অকেজো একটি বিভাগ। এরা শিশুদের শিক্ষাকে এখনো কোন সমন্বিত নীতির আওতায়

আনতে পারেনি-শিক্ষায় এখনো শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সরকার উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তোড়জোড় করছে। অথচ উচ্চ শিক্ষা যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান সেই প্রাথমিক শিক্ষা আজ চরমভাবে উপেক্ষিত, শতধা বিভক্ত। এ যেন গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার মত। শিশু শিক্ষার জন্য সুচিন্তিত, সুশৃংখল, দেশ ও জাতি গঠনে সহায়ক বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ হওয়া উচিত।

কোন কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষকদের বাংলায় কথা বলা নিষেধ। এটা শিশুর মন মানসিকতা ও মস্তিষ্কের উপর নির্যাতন ছাড়া আর কি হতে পারে? ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুদের পাঠ্যসূচি কঠিন এবং দীর্ঘ করা হচ্ছে-শিশুদের মস্তিষ্কের শক্তি বিবেচনা না করেই।

- শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
- ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেয়া যাবে না। পৃথিবীর কোন দেশে বিদেশী ভাষার যাতাকলে কোন শিশুকে পিষ্ট হতে হয় না, ফলে ঐ সকল জাতীয় উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না।
- শিশুদের পাঠ্যসূচি সহজ ও হালকা করতে হবে।
- শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে শিশু শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে।
- কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শিশুদের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে হবে।
- যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর নামে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।
- বৈষম্যমূলক পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতি বাতিল করতে হবে। যার যেমন খুশী পাঠ্যসূচী তৈরি, পাঠ্যবই নির্বাচন এবং পাঠদান পদ্ধতি বাতিল ও বেআইনী ঘোষণা করতে হবে।
- কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ল্যাবরেটরী স্কুল, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, নার্সারী, প্লে-গ্রুপ ইত্যাদি হরেক রকমের শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে হবে। শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র নাম থাকবে সেটি হবে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়'।
- সমগ্র শিশু শিক্ষা একটি সমন্বিত ও অভিন্ন শিক্ষানীতির আওতায় আনতে হবে।
- বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য এক পাঠ্যবই (জাতীয়ভাবে প্রণীত), এক শিক্ষানীতি, এক সিলেবাস, এক পাঠ্যসূচী ও এক পাঠদান পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- শিশুদের সকল পরীক্ষা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের হাতে এগুলোর দায়িত্ব দেয়া যাবে না।
- কোন শ্রেণীতে কোন শিশুকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করা যাবে না।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (পিটিআই) শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেটা অকেজো, বস্তাপচা, বাতিল, এটা শিশুদের শিক্ষায় কোন কাজে আসে না। এ সিলেবাস সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে যুগোপযোগী করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী, উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকতে পারবে না-অভিন্ন হতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল শিশু শিক্ষার সংস্কার করা যেতে পারে।

লেখক : মোঃ রেজাউল করিম তালুকদার, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।